পাঠকের ভিড়ে শঙ্কা দূর

সালেহ ফুয়াদ

সন্ধ্যার পর দুজন দর্শনার্থী হেঁটে যাচ্ছিলেন ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশের সামনে দিয়ে। প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয়কর্মী তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এতে সাড়া দিয়ে একজন হাতে তুলে নিলেন এক তরুণ লেখকের উপন্যাস।

ইত্যাদির প্যাভিলিয়নের সামনে কথা হলো প্রকাশনীটির দুই স্বত্বাধিকারী জহিরুল আবেদিন জুয়েল ও আদিত্য অন্তরের সঙ্গে। তাঁরা এবার ৫০টি নতুন বই প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। বেশির ভাগ এরই মধ্যে মেলায় এসে গেছে। জহিরুল আবেদিন জুয়েল বলেন, ‘মেলার আগে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে শঙ্কা ছিল। বইয়ের বাড়তি দাম পাঠক কিভাবে নেবে তা নিয়ে দ্বিধা ছিল অনেক

প্রকাশকের। কিন্তু শুরু থেকে মেলায় ক্রেতা-দর্শনার্থীর উপস্থিতি সে শঙ্কা দূর করেছে।’

মেলায় আগতরাও বলছেন, দুই বছর পর মেলায় এবার করোনা বিধি-নিষেধের বেড়াজাল নেই। তাই স্বস্তি নিয়ে পুরনো মেলার আবহে তাঁরা ঘুরতে পারছেন।

অনুপম প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মিলন নাথ বলেন, অন্যান্য বছর এই সময়ে মেলায় যে পরিমাণ বিক্রি হতো বেশি পাঠকের আগমনে এবার তার চেয়ে বিক্রি বেশি হয়েছে।

গতকাল অমর একুশে বইমেলার ষষ্ঠ দিনে নতুন বই এসেছে ১২১টি। সোমবার কর্মদিবস হলেও ক্রেতা-দর্শনার্থীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিকেল ৩টায় ফটক খুললেও মেলা জমে ওঠে সন্ধ্যার পর। বই দেখা আর কেনার পাশাপাশি আড্ডা-আলাপে সরগরম ছিল স্বাধীনতাস্তম্ভের জলাধার পারের বেঞ্চগুলো।

গতকাল বিভাস প্রকাশনীতে বিক্রি হয়েছে মহাদেব সাহার কাব্যগ্রন্থ ‘তোমার ঐশ্বর্য তোমার মাধুর্য’। অবসরে বিক্রি হয়েছে কথাসাহিত্যিক ওয়াসি আহমেদের সম্পাদনায় এডগার এলান পোর ‘আতঙ্কের অলীক আখ্যান’। প্রথমা প্রকাশনে গতকাল বিক্রি হয়েছে মহিউদ্দিন আহমদের ‘একাত্তরের মুজিব’। একাত্তরের মার্চ থেকে বাহাত্তরের জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের ঘটনাবহুল পর্বটি নিয়ে এ বই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানি সেনাদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া, পরের দীর্ঘ বন্দিজীবন,

মুক্তিলাভ ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ফিরে এসে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার আখ্যান এ বই।

নতুন বই : গতকাল পাঠক সমাবেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে মোজাফফর হোসেনের ‘বানোয়াট জীবনের গল্পগুলো’, ঐতিহ্য এনেছে প্রতীতি দেবীর ‘ঋত্বিককে শেষ ভালোবাসা : যমজ বোনের স্মৃতিতে ঋত্বিক ঘটক’ আর আফসান চৌধুরীর ‘১৯৭১ অর্থনৈতিক বৈষম্য’। নাগরী এনেছে ইমতিয়ার শামীমের ‘তিনটি মেয়ে একা’, অবসর প্রকাশনা এনেছে শম্পা হাসনাইনের উপন্যাস ‘দ্বিচারক’, অনন্যা এনেছে হানিফ সংকেতের কলাম সমগ্র ‘আবেগ যখন বিবেকহীন’, শৈশব প্রকাশ এনেছে সানজিদা সামরিনের শিশুসাহিত্য ‘লাল পিঁপড়া ঙিংচিং’, শ্রাবণ প্রকাশনী এনেছে ডা. মো. আখতারুজ্জামানের কাব্যগ্রন্থ ‘ফাগুনকে দেব অভিশাপ’, বিভাস এনেছে প্রদ্যোত কুমার দাসের আত্মস্মৃতি ‘জীবনের জলরঙ’।

মেলার দিনের নানা আয়োজন: গতকাল বিকেল ৪টায় বইমেলার মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় ‘স্মরণ: কাজী রোজী’ এবং ‘স্মরণ: দিলারা হাশেম’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নাসির আহমেদ এবং তপন রায়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আসলাম সানী, শাহেদ কায়েস, আনিসুর রহমান এবং শাহনাজ মুন্নী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অসীম সাহা।

নাসির আহমেদ এবং তপন রায় তাদের প্রবন্ধে বলেন, কবি, গীতিকার, নাট্যকার, গল্পকার কাজী রোজী আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের এক প্রগতিশীল সাহসী নারী, সদা প্রাণোচ্ছল এক

লড়াকু জীবনযোদ্ধা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সকল প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে সম্মুখসারির কর্মী ছিলেন তিনি। অপরদিকে দিলারা হাশেম নগরজীবন ও বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের সুখ-দুখ, স্বপ্ন-সাধ, ভালোবাসা, হতাশ ও জীবনের বাস্তবতা তাঁর সাহিত্যে তুলে এনেছেন।

অসীম সাহা বলেন, ‘জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে কাজী রোজী যে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েছেন, তাতে তিনি সফল হয়েছেন। জীবনের অন্তর্গত রহস্য ও নিম্নশ্রেণির মানুষের সংগ্রাম দিলারা হাশেমের সাহিত্যকর্মে উঠে এসেছে। আমাদের উচিত যথাসময়ে তাদের মতো গুণী মানুষের কাজের স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শন।

‘লেখক বলছি’ অনুষ্ঠানে নিজেদের নতুন বই নিয়ে আলোচনা করেন মোজাম্মেল হক নিয়োগী, রহীম শাহ, সত্যজিৎ রায় মজুমদার এবং তুষার কবির। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন কবি মাহবুব সাদিক, ফারুক মাহমুদ এবং আতাহার খান। আবৃত্তি পরিবেশন করেন আবৃত্তিশিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাহিদুল ইসলাম এবং অনন্যা লাবনী। এছাড়া ছিল সাইমন জাকারিয়ার পরিচালনায় সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাবনগর ফাউন্ডেশনের পরিবেশনা। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী আজগর আলীম, আবুবকর সিদ্দিক, বিমান চন্দ্র বিশ্বাস, রহিমা খাতুন, শান্তা সরকার।